রবিবার, ১৭ চৈত্র, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৯৬

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ১মে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন তুলে দিল

শনিবার বিকেল ৩টেয় সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার। এরাজ্যে তিন দফায় ভোটগ্রহণের কথা জানান তিনি। মোটামুটি যে চিত্রটি ফুটে উঠলো তা হল, দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে প্রথম দফায় ১মে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় ৩মে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে ভোটগ্রহণ হবে। এবং শেষ দফায় ৫মে উত্তরবঙ্গে ভোটগ্রহণ করা হবে। এই ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনার আরও উল্লেখ করেন যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৯ এপ্রিল। এই ঘোষণার ফলে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবার যে চূড়ান্ত তৎপরতা দেখা যাবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ১মে ভোটগ্রহণের দিন ধার্য হওয়ায় কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসছে। প্রথমত, এই দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, এই দিনটিতে সমস্ত সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ থাকে। ফলে এই দিনের সংগৃহীত খবর পরের দিন প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম দফায় দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় ১মে ভোট। এই জেলাগুলিতে অসংখ্য স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে। সাংবাদিকরা সেই ভোটের কভারেজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত বা আক্রান্ত হলেও পরেরদিন তা সংবাদপত্রে প্রকাশের সুযোগই থাকবে না। এমনকি লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, যাঁরা ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে অপারগ বা সুবিধা নেই তাঁরা পরের দিন সংবাদপত্রের পাতাতেও কোনও আপডেট পাবেন না। সুতরাং ১মে ভোটগ্রহণের দিন ধার্য হওয়ায় সংগতভাবেই যে কিছু প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা মাথাচাড়া দেবে তা অবশ্যম্ভাবী। এখন দেখার সাধারণ মানুষ এই দিনটি ভোটগ্রহণের দিন হিসাবে বেছে নেওয়ার তাৎপর্যকে কী চোখে দেখেন।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

‘সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান। ’

“ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। বেহুলার গানের কাছে জাত সাপ স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ ; ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখান কাঁচের উপর ছবি উঠে, যেমন ফটোগ্রাফ; ভক্তি রূপ কালি।”

“আর একটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। **গোপীদের কাম হ'তো না।**”

“তা তোমরা সংসারে আছো তা হলেই বা; এতে সাধনের আরও সুবিধা, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। যখন শব সাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই চাল ছোলাভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠান্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠান্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয়।”

“যাদের ভোগ একটু বাকী আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। নিতাই-এর ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল,বোল হরি বোল।”

“ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা; মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতেই বসবে না। চাতকের কাছে ‘সব জল ধুর’ ; কোন জল খাবে না কেবল স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জন্য হাঁ করে আছে। ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যেন মৌমাছি। গৃহী ভক্ত যেন এই সব মাছি, সন্দেশেও বসে, আবার পচা ঘায়েও বসে।”

“তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট, বাগানের কর্তার অনুসন্ধান করে দু' একজন। জগতের সৌন্দর্যই, দেখে, কর্তাকে খোঁজে না।

(হঠযোগ, রাজযোগ ও বেলঘরের ভক্ত-ষড়চক্র ভেদ ও সমাধি)

(গায়ককে দেখাইয়া)-‘ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন। সে সব যোগার কথা। হঠযোগ আর রাজযোগ।

দিনপঞ্জিকা

১৭ চৈত্র, ভাঃ ১১ চৈত্র, **১ এপ্রিল,** ১৭ চ'ত, সংবৎ ১ বৈশাখ বদি, ১৩ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮। **রবিবার,** প্রতিপদ অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ মিঃ। হস্তানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৫।৫৫ মিঃ। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ঘ ৩।৫১ মিঃ। কৈলবকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ গতে তৈতিলকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৯ গতে গরকরণ। **জন্মে**---কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, প্রাতঃ ঘ ৫।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। **মৃতে**- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ১০।১০ গতে ১।১৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।১০ গতে ২।৩৮ মধ্যে। **যাত্রা**– শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, প্রাতঃ ঘ ৫।৫৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ১।২৮ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যায়ন ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**– প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ণ ঘ ৫।৪ গতে মাসদগ্ধা ও **অনধ্যায়। মুং পর্ব্ব- হজরত আলির জন্মদিবস। ইং পর্ব্ব- ইস্টার সান্ডে। মাহেন্দ্রযোগ**- দিবা ঘ ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে। **অমৃতযোগ**- দিবা ঘ ৬।১৫ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ চৈত্র, ভাঃ ১১ চৈত্র, **১ এপ্রিল,** ১৭ চ'ত ১৩ রজব। উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।৪৮। **রবিবার,** প্রতিপদ অপরাহ্ণ ঘঃ ৫।৪।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আবহাওয়া ঃ আমরা কি সত্যিই সচেতন ?

পার্থ ঘোষ

আবহাওয়া হল সেই সব শব্দগুলোর অন্যতম, যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া বলতে বুঝি, কোনও একটি স্থানে এক নির্দিষ্ট সময়ে বায়ুমণ্ডলের বিশেষ অবস্থা, যেখানে তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুর গতি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে এবং এটি এরকম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আবহাওয়ার প্রতি আমরা উদাসীন বললেই হয়। দুঃসহ গরম কিংবা প্রবল শীতে আর বৃষ্টির অভাব অথবা প্রাবল্যেই কেবল আমরা সহ্যের সীমা পেরনো অবস্থায় খোঁজ নিতে থাকি, আবহাওয়ার অনুকূল পরিবর্তন ঘটতে কত দেরি? তা না হলে নেহাৎ অপরিচিতের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার জন্য ইংরেজরা যেমন আবহাওয়ার কথা পড়েন, আমরাও ঠিক তেমনই নিতান্ত অবহেলায় দু-চার কথা বলে থাকি। একথা বুঝেও বুঝি না যে, আবহাওয়া আমাদের জীবনে কি বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে।

ভারতে আবহাওয়া তত্ত্বের সূচনাটা কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে। ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ উপনিষদের কালের দার্শনিকের রচনায় মেঘ সৃষ্টি ও তা থেকে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দেখা যায়। আর সেইসঙ্গেই সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের ফলে ঘটে যাওয়া মরশুমি চক্রগুলি সম্পর্কেও চর্চামূলক রচনার দেখা মেলে সেখানে। বরাহ মিহিরের বিখ্যাত রচনা ‘বৃহৎসংহিতা’ আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ রচিত। সে যুগের মানুষজনও যে আবহাওয়া ও সেই সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে এই গ্রন্থে। রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনের আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’-তে বৃষ্টিপাতের বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ প্রক্রিয়া এবং দেশের রাজস্ব ও ত্রাণ সংক্রান্ত কাজে তার প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘মেঘদূত’-এ মহাকবি কালিদাস মধ্য ভারতে বর্ষার আগমনের দিন-তারিখ এবং মেঘের গতিবিধি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে। তবে, আধুনিক আবহাওয়াবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র, বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার প্রভৃতি আবিস্কারের পর এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলির নিয়ন্ত্রণ সূত্রাবলী রচিত হলে তার পরিণামেই এই নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালি (যাঁর নামে হ্যালির ধুমকেতু) ১৬৩৬ সালে ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম ও তৎপরবর্তী বর্ষাগমের সম্পর্কে তাঁর প্রতিপাদ্য প্রকাশ করেন। আর এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, এশিয়ার স্থলভাগ ও ভারত মহাসাগরীয় জলরাশির তাপের প্রভেদের কারণেই ঐ সময়ে মরশুমি বায়ু প্রবাহের দিক ভারত মহাসাগরীয় জলরাশির তাপের প্রভেদের কারনেই দিক পরিবর্তন ঘটে। আর সেজন্যই এই উপমহাদেশে বর্ষার আবির্ভাব ঘটে ঐ সময়ে।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বিশ্বের প্রথম আধুনিক মানমন্দির বা ‘অবজারভেটরি’ গড়ে উঠেছিল আমাদের এই কলকাতা শহরেই। ১৭৮৫ সালে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম আবহাওয়া সংক্রান্ত মানমন্দির স্থাপিত হয়। মাদ্রাজের অবজারভেটরি খোলা হয় আরও ১১ বছর পর ১৭৯৬ সালে। ভারতে আবহওয়াবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ হলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। তিনি ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইট স্থাপিন করেন। এই শ্বাশত প্রতিষ্ঠানের হেনরি পিডিংটন ১৮৩৫-১৮৫৫ সালের মধ্যে কলকাতার ক্রান্তীয় ঝড় সম্পর্কে সোসাইটির জার্নালে অন্তত ৪০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। আজ দুর্যোগ সংক্রান্ত যে শব্দটির সঙ্গে দুই বাংলার আট থেকে আশি সবাই পরিচিত সেই সাইক্লোন শব্দটি এই পিডিংটন সাহেবই প্রথম ব্যবহার করেন। এর আক্ষরিক অর্থ হল ‘কুণ্ডলী পাকানো সাপ’, ঘূর্ণিঝড়ের যে রূপটি আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে প্রায় সকলেরই দেখা, তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে হেনরি পিডিংটনের মনে সর্প কুণ্ডলীর রূপ ভেসে ওঠে, আর তার থেকেই এই সার্থকনামা শব্দের ব্যবহারের সূচনা।

১৮৬৪-র গ্রীষ্মে কলকাতা এক ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে প্রায় বিধ্বস্ত হয়। এর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার মুখেই ১৮৬৬ সালে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। একইভাবে, ১৮৭১ সালেও বাংলায় দুর্ভিক্ষ আসে বৃষ্টির স্বল্পতার দরুন। এই রকম সব কারণে কলকাতায় ১৮৭৫ সালে ফ্রান্সিস ব্লানফোর্ড, ১৮৮৯ সালের মে মাসে স্যার জন ইলিয়ট আবহাওয়া বিভাগের প্রথম মহানির্দেশক বা ডিরেক্টর জেনারেল হল। এরপর ১৯০৫ সালে আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় পুণেতে। অবশেষে, ১৯৪৪ সালে তা উঠে আসে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে আর সেই থেকেই এই কার্যালয় দিল্লিতে রয়েছে। আজ লোদী রোডের ‘মৌসম ভবন’ আবহাওয়া বিভাগের সদর দপ্তরের ঠিকানা। কিন্তু গোড়ায় দীর্ঘ ৩০ বছর ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান ঠিকানা ছিল আলিপুরের আবহাওয়া বিভাগ। যে রাস্তার আবহাওয়া দপ্তরের এই কার্যালয় অবস্থিত, একদিন সেখানেই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বা ডুয়েলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় ২৩০ বছর আগের এই ঘটনার পর থেকেই ঐ রাস্তা ডুয়েল এভিনিউ নামে পরিচিত।

বাঙালি বিস্মৃতপ্রায় জাতি বলে যে খ্যাতি বা অখ্যাতি কুড়িয়েছে, হয়তো বা তারই পথ ধরে এই অসামান্য ঐতিহ্যের প্রতি আমরা আজও উদাসীন। প্রখর সূর্যের তাপে দীর্ঘ দগ্ধ দিন কাটানোর ফাঁকে বৃষ্টি আসার অথবা পুজোর চারটে দিন বৃষ্টির কোপে আনন্দ মাঠে মারা যায় কি না, আলোচনা করি। আবহাওয়া দিবসে আমাদের প্রায় সকলেই আবহাওয়ার কথা ভুলেই থাকি। আবহাওয়া বিভাগের উদ্যোগে এবারেও আলিপুরের আবহাওয়া দপ্তর এই দিনটিতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কলরবে মুখোরিত হয়ে উঠেছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিভাবে দেওয়া হয়, তার হাল-হদিস দেওয়ার পাশাপাশি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা সেদিন ছাত্রছাত্রীদের পরম যত্নে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কাজকর্মও হাতে-কলমে দেখিয়েছেন।

কলকাতার আবহাওয়া বিভাগের প্রধান আধিকারিক উপ-মহানির্দেশক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, গত ১০০ বছরের আবহাওয়ার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আবহাওয়া-ভিত্তিক কিছু কিছু চরম ভাবাপন্ন ঘটনা এখন বাড়ার দিকে। বছরে প্রবল বর্ষণের ঘটনা এবং সে সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রভৃতি হল এ জাতীয় ঘটনা। এইসব ঘটনাই উদ্বেগের কারণ। কেননা, এ থেকেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। অবশ্য আবহাওয়া দপ্তর এখন আগের তুলনায় এখন অনেক নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে বলে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ দিন পর্যন্ত আগে দেওয়া আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতির খবর প্রায় নিখুঁত হয় বলেই তাঁর বক্তব্য। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং উচ্চ স্তরীয় গাণিতিক মডেল ব্যবহার করার জন্যই আবহাওয়ার আগাম খবর এখন একেবারেই প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এবারের বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের মূল ভাবনা হল ‘ওয়েদার রেডি, ক্লাইমেট স্মার্ট’ অর্থাৎ আবহাওয়াগত পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত থাকা এবং বিপর্যয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রেখে তৈরি থাকা। বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সতর্কীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিপন্ন গোষ্ঠীগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং যত শীঘ্র সম্ভব সতর্কীকরণ করার মাধ্যমেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এই কারণেই তাঁরা নিয়মিত জ্ঞাপনমূলক মাধ্যম ছাড়াও সীমান্ত রক্ষী, উপকূল রক্ষী, সংবাদ মাধ্যম, মৎস্যজীবী, প্রভৃতি পৃথক পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করে তাঁদের কাছে সরাসরি আবহাওয়ার প্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা পাঠিয়ে থাকেন বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক জানান।

দীর্ঘ ১৩৯ বছর আগে যাত্রা শুরু করে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) আবহাওয়া সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃতিত্ব অর্জনের নজির গড়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই প্রথম আবহাওয়া সংক্রান্ত উপগ্রহ ইনস্যাট ওয়ান বি মহাকাশে পাঠায়। আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজেই ভারতে প্রথম সুপার কম্পিউটারের ব্যবহার হয়। ভারতে আবহাওয়া দপ্তর গঠিত হওয়ার সময়ে বিশ্বের বহু দেশেই এই সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়নি। তাই, আমরা যতই আবহাওয়া পূর্বাভাসকে ব্যঙ্গ করি না কেন, এই দপ্তরের কার্যধারা আমাদের প্রতিনিয়ত গর্বিত করে। উষ্ণতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ ঘটিত নানা আশঙ্কা আমাদের যেভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তার হাত থেকে রক্ষা পেতে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে আরও কিছুটা সচেতন হওয়াটাই এখন দরকার, স্থূল রসিকতায় আবহাওয়া বিভাগকে বিদ্ধ না করে বরং এইসব বিষয়ে আরও একটু জানার চেষ্টা করা আমাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্যই বিশেষ প্রয়োজন। ওয়েদার সম্পর্কে রেডি থাকি বা না থাকি, ক্লাইমেট সম্পর্কে তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আরও স্মার্ট হওয়াই কাম্য নয় কি?

লেখক : কলকাতা পিআইবি-র আধিকারিক

প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা

উদয় এস. মেটা,
সিদ্ধার্থ নারায়ণ
শেষ পর্ব

বিশাল এদেশের কথা মনে রেখে, গ্রাহক বিষয় দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলির অনুরূপক হিসেবে লোকপাল নিয়োগ করা দরকার। এরা কাজ করে জাতীয় ও রাজ্য গ্রাহক হেল্পলাইনের এক সাধারণ তথ্য ও প্রযুক্তির মঞ্চে। এছাড়া আগে ছিল গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্র। গ্রাহকের মঙ্গলের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার বহু ধরনের পরিষেবা দিত। ভারত সরকার আপাতত এসব কেন্দ্র বন্ধ রেখেছে। এসব কেন্দ্রে পরামর্শ দেওয়া, অভিযোগের খসড়া বানানো ও তথ্য জোগানোর জন্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মী। বেসরকারি সংস্থার কাজকর্মে ক্ষুব্ধ গ্রাহক, গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতে পারত।

জয়পুরের কাটস ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে এসব কেন্দ্রের সাফল্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে ফের ভেবে দেখা দরকার। দেড় বছরের অস্তিত্বকালে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিযোগ পেয়েছিল এসব কেন্দ্র এর মধ্যে ১১ শতাংশ ছিল আর্থিক ক্ষেত্রের। বিমুদ্রায়নের পর ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধির সূত্রে এটা হতে পারে। এসব পরিসংখ্যান গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রের সাফল্য যাচাই করার পক্ষে বেশ যথাযথ, কেননা ব্যাঙ্কে লোকপাল থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ভাষা ও উপায়ে অভিযোগ পেশের সুযোগ থাকায়, অভিযোগকারীরা যেত গ্রাহক সুবিধা কেন্দ্রে। এছাড়া, ক্রেতা অধিকার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া, কাউন্সেলিং মারফত ক্রেতা অভিযোগ এবং প্রথাগত অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থার কাছে যাওয়ার বিষয়ে সহায়তা মিলত।

স্বেচ্ছাসেবী গ্রাহক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি কাজে লাগানোর জন্য এধরনের বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা উচিত। এর ফলে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ সুরাহা সংস্থাগুলির বোঝা কমাতে তা সাহায্য করবে। এধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে জাতীয় কমিশন, রাজ্য কমিশন ও জেলা ফোরাম।

দেওয়ানি আদালতের চাইতে দ্রুত বিচার মেলার বিকল্প হিসেবে, ৩০ বছরের বেশি আগে গড়া হয় ক্রেতা আদালত। দেওয়ানি আদালতের মতোই এদের বিরুদ্ধেও মামলা দীর্ঘকাল ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় কমিশনের ওয়েবসাইটের অবশ্য দাবি, জাতীয় কমিশনে ৮৬.২৬ শতাংশ, রাজ্য কমিশনে ৮৫.৬৭ শতাংশ ও জেলা ক্রেতা আদালতে ৯২.৪৩ শতাংশ মামলার ফয়সালা করা গেছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ক্রেতা সুরক্ষা আইনে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার থেকে বেশি সময় লেগেছে এসব মামলার নিষ্পত্তি করতে। নিছক সংখ্যার দিক থেকে বকেয়া থাকা মামলার সংখ্যা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট–৪ লক্ষ। 'বিলম্বিত বিচার, বিচার না মেলার সমতুল' এই প্রচলিত বাক্যটি মানলে, এসব ক্রেতা আদালতও গ্রাহকের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমানের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের পরিবর্তে আনা হচ্ছে ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৮। এই বিলে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ গড়ার সংস্থান আছে। এই কর্তৃপক্ষের কাজ হবে ক্রেতাদের অভিযোগ আরও দ্রুত সমাধান করা।

বহু বকেয়া মামলা ফয়সালায় এই কর্তৃপক্ষ কতটা কী করে উঠতে পারবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। এটা অবশ্য জানা গেছে, এই দেরির জন্য দায়ী হচ্ছে বহু পদ ফাঁকা থাকা, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব তথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বাদবিসংবাদ। এসব আদালতের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে দোষারোপে ব্যস্ত। ক্রেতাদের অভিযোগ আশু মেটানোর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় আরও জোরদার করা দরকার।

শুধুমাত্র কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত সমস্যা নয়, আর এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একই ক্ষেত্রে বহু দপ্তর বা বহু মন্ত্রকের অভিযোগ সুরাহা ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে। ই-বাণিজ্য হচ্ছে এরকম একটি শিল্পক্ষেত্র। জাতীয় ক্রেতা হেল্পলাইনে এই ক্ষেত্র সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা বেড়েছে ভূরি ভূরি। ২০১৪-'১৫-তে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ১৩,৮১২। পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় ২৩,৯৫৫। ২০১৬-'১৭-এ জমা পড়ে ৫০, ৭৬৭-টি অভিযোগ। এসত্ত্বেও, শুধুমাত্র ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির জন্য একটি নিয়ামক কর্তৃপক্ষ গড়ার কথা সরকারের বিবেচনায় নেই। কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ক্রেতার দুর্দশা অনেকটা ঘোচাবে বলে আশা করা হলেও, একক নিয়ামক না থাকায়, গ্রাহকরা ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির সম্পদ। অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে তুলে নিয়েছে। ট্যুইটার, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমে ই-বাণিজ্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নেতিবাচক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে।

অদ্ভূত এসব ঘটনাবলি বিবেচনা করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্প্রতি ক্রেতা অভিযোগ ফয়সালা প্রক্রিয়া পর্যালোচনাকালে, গ্রাহক অভিযোগ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। পরে, তিনি ক্রেতা অভিযোগের সত্ত্বর সমাধান সুনিশ্চিত করতে, প্রশাসনিক বন্দোবস্ত যথেষ্ট উন্নত করার ডাক দেন। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও, ক্ষেত্রগত নিয়ামক, স্বাধীন লোকপাল, গ্রাহক সেবা কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে আন্তঃসরকার ও আন্তঃমন্ত্রক/ আন্তঃদপ্তর সমন্বয় নিশ্চিত করলে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে তা সাহায্য করবে। তাদের অভিযোগ নিরসনে ক্রেতার সামনে থাকা তিনটি চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে, প্রশাসনের জন্য মোদী মডেলের তিনটি ইষ্টমন্ত্র কতখানি সাহায্য করবে তারও হবে পরীক্ষা।

সম্পাদক সমীপেষু

মধ্য হাওড়ার মধ্যমণি ছিলেন অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগনান থেকে বালি যেখানেই যাবেন আজও শুনতে পাবেন একজন মানুষের নাম প্রতিটি মানুষ শ্রদ্ধার সাথে বলেন, তিনি হলেন অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮২ সালে আর,এস,পির সুধীন কুমার। সুধীন বাবু ১৯৭৭ সালে এই মধ্য হাওড়ার বিধানসভা থেকে জয়লাভ করে খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তার পর থেকে অম্বিকাবাবু এই বিধানসভা থেকে জিতে এসেছেন। এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত একটানা জয়লাভ করে গেছেন। ২০০৬ সালে বিধানসভায় তিনি পরাজয় বরণ করেন। আবার ২০০৯ সালে তিনি হাওড়া সদর লোকসভাতে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী ছিলেন স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। তিনি আগের লোকসভায় জয়লাভ করে ছিলেন ২, ৪৪ হাজার ভোটে। তাই অম্বিকা বাবুর কাছে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জও ছিল। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছিলেন এবং স্বদেশ বাবুর ২৪ হাজারে জয় লাভের মার্জিনকে পিছনে ফেলে দিয়ে ৩৭ হাজার ভোটে জয় লাভ করেছিলেন। এই জয়লাভটা কেন হলো? প্রথমেই বলেছি বাগনান থেকে বালি পর্যন্ত তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার নয়ণের মণি। তাঁর বাড়িতে এসে কাউকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়নি। তিনি কোনো রঙের বিচার করতেন না। কোনো দলের নেতা যদি কাউকে আনতেন তাহলে ভীষণ রাগ করতেন। তিনি বলতেন, আমার দ্বার সবার জন্য খোলা। এলে একাই আসুন। আপনার সমস্যার কথা বলুন। আমি সর্বদা পাশে আছি। দিনে বা রাতে যখন মানুষ তাঁর দ্বারে গেছে, কোনো মানুষ হতাশা নিয়ে ফিরে আসেননি। প্রত্যেকের জন্যই তিনি যেন তাঁর বাড়ির মন্দির খুলে রাখতেন। যাতে মানুষ এসে ফিরে না যান। আমি স্বচক্ষে কোনো দিন ভগবানকে দেখিনি। তবে অম্বিকা বাবুর সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলাম, ভগবানকে কেমন দেখতে। অম্বিকা বাবুর মধ্যেই আমি ভগবানকে দেখে নিয়েছিলাম। আজ তিনি আমাদের পাশে নেই। তবুও তিনি আছেন। আজ বলতে পারি, খুব জোর গলায়, হাওড়া জেলাতে অনেকেই জিতে এসেছেন, আগামী দিনেও জিতে আসবেন, তবে অম্বিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের মতো ভালো মানুষ সত্যিই বিরল। কারণ তিনি সর্বদা মানুষের পূজা করতেন। আর মানুষকে ভালবেসে আপন করে নিতেন। এটা তিনিই শিখিয়ে গেছেন। মানুষকে ভালবেসে আপন করে নিতে হয়। তিনি শুধু মধ্য হাওড়ার মধ্যমণি ছিলেন না সমগ্র হাওড়া জেলার মধ্যমণি হিসাবে আজও বেঁচে আছেন এবং এইভাবেই বেঁচে থাকবেন।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

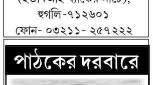

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়